দৈনিক সংবাদ



28 FEB 1988
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা... .. ..৮.. কলাম..১... ...

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৯৪

# চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

## মেডিক্যাল কলেজসমূহে মেয়েদের সংরক্ষিত আসন ও প্রাসঙ্গিক কথা

গত ২৩শে মাঘ '৯৪ সংবাদ-এ প্রকাশিত চিঠিতে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজসমূহে ছাত্রীদের জন্য ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে শতকরা ৩০ ভাগ সংরক্ষিত আসন পূর্ণ করার জন্য মোঃ জয়নাল আবেদীন যে দাবী জানিয়েছেন তা পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন এটাই আমাদের কাম্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, যে, ছাত্রীদের জন্য মেডিক্যাল কলেজসমূহে ৩০% আসন সংরক্ষণ করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের দেশের পশ্চাৎপদ নারী সমাজকে উচ্চ শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি সর্ববিধ নারী নির্যাতন বন্ধ করার একটি বাস্তবসম্মত প্রায়োগিক দিক উন্মোচন করেছিলেন। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে—নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ নারীর অর্থনৈতিক পর নির্ভরশীলতা ও নারী শিক্ষার নিম্নহার। আবার আমাদের মতো দেশে সংরক্ষণশীল পরিবার থেকে আগত মহিলারা লেখাপড়া শেষ করে স্বামী অথবা অভিভাবকের চাপের মুখে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চাকরি করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে এতদিন লেখাপড়া করে যে মেয়েটি অভিভাবক তথা দেশের অর্থ ব্যয় করলো তা হয়ে পড়ে অপচয়ের সামিল। কারণ নিছক ঘরদোর সাজানো, রান্নাবান্না করার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে পা মাড়ানোর কোন যৌক্তিকতা ছিলো না। তাদের কাছে লেখাপড়াটা অনেকাংশে হয়ে পড়ে সুখের ব্যাপার। অথচ অর্জিত বিদ্যা কাজে লাগানোর প্রকৃত ক্ষেত্র তৈরী করলে ব্যাপারটি হতো ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ মেয়েটি এতো দিন যা শিখলো তা কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করার সুযোগ পেতো, তেমনি পরিবারের জন্য বাড়তি আয়েরও সৃষ্টি হতো। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যা লক্ষণীয় তা হলো অভিভাবক মহল মেয়েদেরকে শিক্ষকতা ও ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিতা দেখলে তেমন একটা বাদ সাধে না। অর্থাৎ অভিভাবক মহল মেয়েদের জন্য শিক্ষকতা ও ডাক্তারী পেশা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সম্মানের মনে করে। তাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো ছিলো মেয়েদের শিক্ষার জন্য যেমন অনুকূল তেমনি অর্জিত শিক্ষার দ্বারা দেশ ও জাতির সেবায় সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু বছর না পেরোতেই কর্তৃপক্ষের মত পরিবর্তন নারীদের প্রতি অবিচার করে নারী শিক্ষাকেই নিরুৎসাহিত করতে যাচ্ছে। এক্ষণে ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত শতকরা ৩০ ভাগ আসন পুনঃ প্রবর্তনের পাশাপাশি ছাত্রীদের পছন্দনীয় (তথা সুবিধাজনক; যেখানে অভিভাবকগণ কর্মরত থাকেন) চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বিভিন্ন অঘোষিত বন্ধে হলের ছুটিতে দূর এলাকা থেকে ছাত্রীরা একাকী যেমন অভিভাবকের কাছে আসতে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, তেমনি পত্র-পত্রিকায় দু'এক ঘন্টার ভেতর হল ত্যাগের নোটিশ পড়ে অভিভাবকরা দুশ্চিন্তার প্রহর গুনতে বাধ্য হন। একটা জিনিস আমাদের ভুললে চলবে না—সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ যে দেশে যতো বেশী সম্ভব হয়েছে সেদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিও ততো বেশী ত্বরান্বিত হচ্ছে। বর্তমানে পুরুষটি (চাকরিজীবী অথবা নির্দিষ্ট আয়ভুক্ত) সৎজীবন যাপন করতে গিয়ে যেখানে ব্যর্থ সেখানে স্ত্রীর কর্তব্য বাড়তি আয় সংসারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি পুরুষটি তথা পরিবারটি দুর্নীতিমুক্ত হবার প্রেরণা যোগায়। তাই সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমার আপনার তথা দেশ ও জাতির কল্যাণে সকল ক্ষেত্রে নারীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে, নারী শিক্ষাকে করতে হবে আরও উৎসাহিত, কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভারসাম্য (সমতা) ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকার নারীদের সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে আরও ব্যাপক সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করবেন এটাই আজকের সবচেয়ে বড় দাবী; অন্তত নারী নির্যাতন (হত্যা, যৌতুক, ধর্ষণ ইত্যাদি) বন্ধের জন্যে তো অবশ্যই। চাকরিজীবী মহিলাদের যৌতুকের বলি হবার সম্ভাবনা খুবই নগণ্য, কারণ সে তো নিজেই টাকার গাছ।

রিয়াজ রাহমান
অর্থনীতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়